

ড. রাগিব সারজানি

## এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান

আবু মুসআব ওসমান  
অনূদিত

মাকতাবাতুল হাসান

এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৯

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মো. রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত  
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

📍 মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ

📍 ৩৭, নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

☎ ০১৭৮৭০০৭০৩০

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

বর্গসজ্জা : মুহিবুল্লাহ মামুন

ISBN : 978-984-8012-24-6

মূল্য : ১২০/- টাকা মাত্র

**Etai Hoyto Jiboner Shesh Ramazan**

by Dr. Ragheb Sergani

Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh

E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

Online Distributer: rokomari.com

।। উৎসর্জন ।।

‘শায়খুল হাদীস’

হযরত মাওলানা যাকারিয়া

রহিমাছল্লাহ

মাহে রমযান এলেই যিনি হয়ে যেতেন

এক ‘অন্য মানুষ’!

চারিদিকে গুঞ্জরিত হতো একটাই ধ্বনি

‘শায়খের এখন রমযান মাস’!

©

প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

## সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা : কেন পড়বেন 'এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান' .....	৭
মৃত্যু বুঝি অনেক দূরে! 'আজাল' তো কত কাছে! .....	১১
জীবনের শেষ রমযান : নববী শিক্ষার দাবি .....	২৩
জীবনের শেষ রমযানে আমার নামায .....	২৭
জীবনের শেষ রমযানে আমার রোযা ও সিয়াম-সাধনা .....	৪১
জীবনের শেষ রমযানে আমার রাত্রিজাগরণ .....	৪৭
জীবনের শেষ রমযানে আমার কোরআন তেলাওয়াত .....	৫৫
জীবনের শেষ রমযানে আমার দান-সদকা .....	৬১
জীবনের শেষ রমযানে আমার আত্মীয়তা-সম্পর্কের দাবি রক্ষা .....	৬৭
জীবনের শেষ রমযানে আমার ইতেকাফ .....	৭৩
জীবনের শেষ রমযানে আমার তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা .....	৭৭
জীবনের শেষ রমযানে আমার উম্মাহ-দরদ, জাতি-চিন্তা .....	৮১
আমার পুরো জীবনই যেন হয় জীবনের শেষ রমযান! .....	৮৫
শেষ কথা : ইবাদত করব নিষ্ঠার সঙ্গে .....	৮৭

এটাই হয়তো  
জীবনের শেষ রমযান ...

## ভূমিকা

### কেন পড়বেন ‘এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান’

প্রিয় পাঠক, নিশ্চিত করেই আপনার যাপিত জীবনে অনেকগুলো রমযান মাস গত হয়েছে। সামনে দরজায় কড়া নাড়ছে আরেকটি ‘মাহে রমযান’। মুমিন বান্দার জীবনে তো মাহে রমযান আগমন করে পুষ্পিত বসন্তের সুবাসিত ফল্লুধারা নিয়ে, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে এবং অসামান্য অর্জন ও প্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে।

কিন্তু...।

কিন্তু কেবল যথার্থ প্রস্তুতির অভাবে অনেক সময় মাহে রমযানের প্রথম দিকের দিনগুলো অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। যথাযথ প্রস্তুতি না থাকায় আমাদের মাঝে থাকে না রোযার গুরুত্ব-অনুভব, তেলাওয়াতে কোরআনের অনির্বচনীয় স্বাদ এবং কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ নামাযে বিনশ্রুতার অনুভূতি। অথচ মহিমাম্বিত এ মাসের প্রতিটি ক্ষণ ও প্রতিটি ভগ্নাংশ মুমিন বান্দার জীবনে অমূল্য সম্পদ। সচেতন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য—বরকত, রহমত ও মাগফিরাতের ফল্লুধারায় সিজ্ত এ মাসে আমলের বিষয়ে সামান্য শিথিলতা না করা।

সাধারণ একজন ক্রীড়াবিদের কথাই চিন্তা করুন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পূর্বে তার কী পরিমাণ পরিশ্রম ও সাধনা! কী কঠোর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন! কারণ, সে বিশ্বাস করে— মূল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চাইলে এবং খেলাধুলার ময়দানে কাজিফত সাফল্য অর্জন করতে চাইলে পূর্বপ্রস্তুতির কোন বিকল্প নেই। (অথচ বিশ্বাসী মুসলমান হিসেবে আমি-আপনি সকলেই জানি, ক্রীড়াবিদের খেলাধুলা

পার্শ্ব জীবনে হয়তো সামান্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে; কিন্তু পরকালে ধুলোমলিন হতাশা ছাড়া আর কিছুই নয়!)

তাহলে একজন মুসলমান যদি যথার্থ প্রস্তুতি ও নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ছাড়াই অবতীর্ণ হয় রমযানের ময়দানে, সে কীভাবে পারবে রমযানের মহা মূল্যবান প্রতিটি মুহূর্তের সদ্যবহার করতে? সময়ের প্রতিটি ভগ্নাংশকে অর্জনের মাধ্যম বানাতে?

এ কারণেই আলেম-ওলামা, দাঈ ও খতীবগণসহ উম্মাহর পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠতম কাফেলার সদস্যগণ রমযান মাসে নিজেদের আমলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শাবান মাস হতেই আমলের বিশেষ ধারা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। শাবানে তারা বেশি বেশি রোযা রাখেন, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করেন, রাতের অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ ও দোয়া-রোনাযারিতে কাটিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তাদের এই কর্মধারা প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য।

অবশ্য আমার মনে হয়, আমলী এই প্রস্তুতির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে আমরা অবচেতন মনে উপেক্ষা করছি। আর তা হচ্ছে রমযানের ‘মানসিক প্রস্তুতি’। মানসিক প্রস্তুতি বলতে আমি বুঝিয়েছি— অধীর আগ্রহে এ মাসের প্রতীক্ষায় থাকা, বরকতে টইটমুর দিবস-রজনীগুলোর প্রত্যাশায় বাকি থাকা প্রতিটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা গুনতে থাকা; আর কত দিন! কত ঘণ্টা! কত মিনিট! কত সেকেন্ড! মনে দুরূ দুরূ আশঙ্কা—না জানি ‘আজাল’<sup>১</sup> এর ডাক এসে যায়! কপালে না জোটে রমযান-সান্নিধ্য!

<sup>১</sup> আজাল মানে মৃত্যুর সুনির্ধারিত সময়। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই প্রদান করে যে, মানবজীবনের হায়াত ও মউত, আগমন ও প্রস্থান প্রতিটি বিষয় আল্লাহ তাআলার ইলমে সুনির্ধারিত। আল্লাহ-নির্ধারিত সেই সময় যখন এসে যায়, তখনই আসে মৃত্যু, শুরু হয় মৃত্যুপরবর্তী জীবন। মানুষের জীবনে ‘অকাল’ মৃত্যু বলে কিছু নেই; আছে শুধু ‘আজাল’!

এ ধরনের আবেগ-অনুভূতি অর্জন করা সত্যিই অনেক কঠিন। বড় ভাগ্যবান তারা, যারা এর অধিকারী হয়েছেন! রমযানের পূর্বেই তারা লাভ করেন মাহে রমযানের হাকীকী লাযযাত ও প্রকৃত স্বাদ-অনুভব! কেবল অনুভবের আনন্দ নয়; তারাই পারেন মাহে রমযানের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে, রমযানকে প্রাপ্তি ও অর্জনের মাধ্যম বানাতে।

তবে প্রিয় পাঠক! আমি ভেবে দেখেছি যে, এই পরম দুর্লভ মানসিক অনুভূতি অর্জনের পথ একেবারে সহজ! একান্ত মনে ভাবতে শিখুন, আগত রমযানই এই নশ্বর ধরণীতে আপনার জীবনের শেষ রমযান! তারপর দেখুন, কী প্রবল বাসনা রমযান প্রাপ্তির! কী অবিরাম প্রচেষ্টা একেকটি মুহূর্তকে সদ্যবহারের!

কীভাবে শিখবেন এই ভাবনা? কীভাবে অর্জন করবেন এই আবেগ-অনুভূতি?

তা জানতেই তো আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন 'এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান'!

তাহলে আসুন, শুরু করি বিসমিল্লাহ বলে!

— ড. রাগিব সারজানি

## মৃত্যু বুঝি অনেক দূরে! 'আজাল' তো কত কাছে!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে বলেছেন। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

«أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ»

তোমরা স্বাদবিনষ্টকারী (মৃত্যু)-কে বেশি বেশি স্মরণ করো।<sup>২</sup>

অবশ্য মৃত্যুকে স্মরণ করার বিশেষ কোন ওয়িফা ও পরিমাণ নবীজী বাতলে দেননি। প্রতিদিন একবার, না-কি তিনবার; সপ্তাহে কতদিন— নবীজী তা নির্দিষ্ট করেননি। বিষয়টি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন উম্মাহের বিবেচনার উপর। ঈমানী শক্তির মাত্রা-ভিন্নতায় মৃত্যুর স্মরণও কম-বেশি হয়ে থাকে। অনেকের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় কাউকে মারা যেতে দেখলে, মৃত্যুশয্যায় কাউকে ছটফট করতে দেখলে কিংবা মৃত্যুসংক্রান্ত ওয়ায-নসীহত, বক্তৃতা-আলোচনা পড়লে বা শুনলে। অন্য সময় মনে থাকে না এবং মনে পড়ে না যে, আমারও একদিন ডাক আসবে।

সাল্লাফ কিম্ব এমন ছিলেন না। উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম কাফেলার বিশিষ্ট সদস্য হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি.-এর মৃত্যু-দর্শন দেখুন! তিনি বলতেন,

«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ»

‘সন্ধ্যায় উপনীত হলে আগামী সকালের অপেক্ষা কর না। আর সকালে উপনীত হলে আশায় থেকে না পরবর্তী সন্ধ্যায়।’<sup>৩</sup>

হৃদয় তোলপাড় করা এই অমর উক্তিটি তিনি করেছিলেন প্রিয় নবীজীর নিম্নোক্ত হাদীসের মর্মার্থ ব্যাখ্যায়—

<sup>২</sup> সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩০৭, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৮২৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫৮।

<sup>৩</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬ এর অধীনে।

«كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ»

দুনিয়াতে বসবাস করো একজন আগন্তকের ন্যায় কিংবা একজন পথিকের ন্যায়।<sup>৪</sup>

অবশ্য প্রিয় নবীজীর এক হাদীসে প্রতি দু’দিনে একবার মৃত্যুর কথা স্মরণের প্রতি ইঙ্গিত-নির্দেশ পাওয়া যায়। নবীজী ইরশাদ করেছেন,

«مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيْتُ لِيَلْتَيْنِ إِلَّا أَلَا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

ওসিয়তযোগ্য কিছু সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওসিয়ত লিপিবদ্ধ করা ব্যতিরেকে একটানা দু’ রাত অতিবাহিত করা উচিত নয়।<sup>৫</sup>

এ ছাড়াও মুসলমান যেন সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ রাখে, এজন্য রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি আপেক্ষিক বিশ্লেষণও তুলে ধরেছেন এবং তার মাধ্যমে মানুষের দীর্ঘ জীবনের আশা, লালসা ও প্রত্যাশার বিচিত্রতা এবং আল্লাহ কর্তৃক বান্দার জন্য নির্ধারিত জীবনকালের মাঝে তুলনা তুলে ধরেছেন। হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, একদিন নবীজী কয়েকটি রেখা টানলেন এবং ইরশাদ করলেন, এটা (মানুষের) আশা আর এটা তার নির্ধারিত আয়ু। মানুষ যখন এ অবস্থায় থাকে, হঠাৎ নিকটবর্তী রেখাটি (অর্থাৎ মৃত্যু) এসে যায়।<sup>৬</sup>

মানুষ নানা স্বপ্ন দেখে, পরিকল্পনার জাল বোনে। এটাই হলো মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে বিদ্যমান আশার দীর্ঘতা। অবশ্য এটা নিন্দনীয়ও নয়। হযরত আবু হোরাযরা রাযি. হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবীজী ইরশাদ করেছেন,

<sup>৪</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৬।

<sup>৫</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৮ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬২৭।

<sup>৬</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১৮।

«الشَّيْخُ يَكْبُرُ وَيَضْعُفُ جِسْمُهُ، وَقَلْبُهُ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ : طُولِ  
العُمْرِ وَالْمَالِ»

মানুষ বৃদ্ধ হতে থাকে এবং তার দেহ (অস্থি-মজ্জা) দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু দু'টি জিনিসের মোহে তার হৃদয় যেন তরুণ হতে থাকে—দীর্ঘ জীবন ও সম্পদের মোহ।<sup>৭</sup>

কিন্তু স্বপ্ন ও পরিকল্পনার এই দীর্ঘতার পাশাপাশি মানুষের কর্তব্য হলো অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে থাকা এবং বেশি বেশি নেক আমল করা। মানুষ জানুক বা না জানুক, অনুভব করুক বা না করুক, মালাকুল মাওত আযরাঙ্গিল আ.-কে দেখুক বা না দেখুক, মৃত্যু তো এক অনিবার্য সত্য! মৃত্যু তো হাত-ছোঁয়া দূরত্বে! কেউ যদি অবস্থান করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে, দুর্ভেদ্যতম প্রাসাদ-অভয়গুহে, বাঁচতে কি পারবে হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ থেকে? মৃত্যু তো সেখানেও তাকে ছুঁয়ে যাবে! আল কোরআনের ভাষায়—

«إِنَّ مَاتَكُمْ يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ»

তোমরা যেখানেই থাকো, (সময়মতো) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুরক্ষিত কোন দুর্গেই থাকো না কেন।  
[সূরা নিসা : ৭৮]

প্রসিদ্ধ আরবী কবি কা'ব বিন যুহাইর বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ أُنْفَى وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهُ يَوْمًا عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولٍ

প্রতিটি মায়ের সন্তান যতই নিরাপদে থাকুক, তার জীবনে সেদিন অবশ্যই আসবে, যেদিন তাকে বহন করা হবে শবাধারে।<sup>৮</sup>

আরেক কবি আবুল আতাহিয়াহ বলেছেন,

نَسِيْتُ الْمَوْتَ فِيمَا قَدْ نَسَيْتُ كَأَنِّي لَا أَرَى أَحَدًا يَمُوتُ

<sup>৭</sup> মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৪২২।

<sup>৮</sup> দিওয়ানে কা'ব বিন যুহাইর, পৃষ্ঠা : ১৩২।

أَلَيْسَ الْمَوْتُ غَايَةَ كُلِّ حَيٍّ فَمَا لِي لَا أَبَادِرُ مَا يَمُوتُ

বিস্মৃত বস্তুর কাতারে আমি মরণকেও যোগ করেছি, ভুলে গেছি মৃত্যুকেও; যেন আমি কখনো কাউকে দেখিনি মারা যেতে! মৃত্যুই কি প্রতিটি জীবনের চূড়ান্ত কথা নয়? তাহলে কি হলো আমার! সময় চলে যাচ্ছে অথচ নেই কোন তাগাদা, নেই ব্যাকুলতা-অস্থিরতা!<sup>৯</sup>

আরব কবিদ্বয়ের কথা রাখুন। তাদেরও পূর্বে মুহাম্মাদী কাফেলার শ্রেষ্ঠতম সদস্য সাইয়েদুনা আবু বকর রাযি. মৃত্যুর হাকীকত ও স্বরূপ আরও গভীররূপে তুলে ধরেছেন। আবু বকর রাযি. বলতেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُّصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

প্রতিটি মানুষ (হাসি-আনন্দে) দিন কাটাচ্ছে পরিজনের সঙ্গে! অথচ মৃত্যু তো তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে!<sup>১০</sup>

এ কারণেই বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং মৃত্যুর স্মরণ সর্বদা হৃদয়ে জাহ্নত রাখা সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও পরবর্তী প্রত্যেক যুগের বুয়ুর্গদের রীতি ছিল।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু দারদা রাযি. বলেন, 'তিন ব্যক্তির আচরণ আমায় অবাক করে—১. যে দুনিয়ার চিন্তায় নিমগ্ন; অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে ফিরছে। ২. জীবন নিয়ে যে উদাসীন; অথচ তার হিসাব-নিকাশ উদাসীনতার শিকার নয়। ৩. যে প্রাণখুলে হাসছে; অথচ তার জানা নেই যে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করছে, না অসন্তুষ্ট।'<sup>১১</sup>

আবু দারদা রাযি. আপন অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মানুষ দুনিয়ায় ডুবে আছে। তারা দুনিয়ার অন্বেষণে ছুটে বেড়াচ্ছে; অথচ

<sup>৯</sup> দিওয়ানে আবুল আ'তাহিয়াহ, পৃষ্ঠা : ৭২।

<sup>১০</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৮৯।

<sup>১১</sup> ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা : ৮৪।

তাদের অনুভূতিই নেই যে, মৃত্যু তাদের পেছনে ছুটছে এবং যে কোন মুহূর্তে প্রাণ কেড়ে নেওয়ার অপেক্ষায় আছে।

আরেক প্রবীণ সাহাবী আবু যর রাযি. বলতেন, ‘তোমরা কি আমার নিঃস্ব হওয়ার দিনের কথা জান? তা তো সেই দিন, যেদিন আমাকে সমাধিস্থ করা হবে!’<sup>২২</sup>

কে বলছেন এই কথা?! সেই মহান সাহাবী, যিনি তাবুকের অভিযানে পথচলার সময় তার বাহনজন্তু ধীরে চলছিল বলে বাহনজন্তু ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলতে থাকেন এবং কয়েক শ মাইল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন! নববী সংস্পর্শে ধন্য সেই দুনিয়াবিরাগী আবিদ সাহাবী যদি মৃত্যুর দিনকে অভিহিত করেন নিঃস্বতার দিন বলে, তাহলে আমাদের মতো উদাসীনদের মৃত্যুর দিনটি কেমন হবে?!

হযরত আবু হোরাযরা রাযি. জানাযার খাটিয়া যেতে দেখলে মৃতদেহকে সম্বোধন করে বলতেন, ‘যাও, আমরাও তোমার অনুগমন করছি!’<sup>২৩</sup>

আবু হোরাযরা রাযি. তাদের মতো ছিলেন না, যারা জানাযার সঙ্গে পথ চলে; অথচ মন-মস্তিষ্ক জুড়ে থাকে পার্থিব নানা চিন্তা-পরিকল্পনা; জানাযা শেষ করেই তা বাস্তবায়ন করার চিন্তা। বরং জানাযার খাটিয়া দেখার পর তার হৃদয়ে এই অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতাই বিরাজ করত যে, আমরা সকলেই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য পানে ছুটে চলছি। ছুটে চলছি রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হতে।

সাহাবা-পরবর্তী যুগের বিখ্যাত বুয়ুর্গ হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, ‘মৃত্যু পৃথিবীকে লাঞ্ছিত করে বাস্তবতা প্রকাশ করে দিয়েছে এবং জ্ঞানীদের জন্য দুনিয়াতে কোন আনন্দ বাকি রাখেনি।’<sup>২৪</sup>

এ কারণেই হাসান বসরী রহ. জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন অস্থির চিন্তে, ব্যথিত হৃদয়ে। কাল কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের ফয়সালা এবং প্রিয় নবীজীর

<sup>২২</sup> আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদীন, ৪/৪৮৬।

<sup>২৩</sup> প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।

<sup>২৪</sup> প্রাগুক্ত, ৪/৪৫১।

সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ ব্যতীত তার কাছে আনন্দের ভিন্ন কোন মর্মার্থ ছিল না।

বিখ্যাত তাবেয়ী মাকহুল রহ. জানাযা যেতে দেখলে বলতেন, ‘যাও, আমরাও আসছি। মৃত্যু সুস্পষ্ট এক উপদেশ; কিন্তু উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে।’<sup>২৫</sup>

রবি’ বিন খাইছাম রহ.-ও এভাবেই জীবন কাটাতেন। মৃত্যুকে তিনি মনে করতেন শ্রেষ্ঠতম বন্ধু। তিনি বলতেন, ‘মুমিন যদি কোন কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে, তবে মৃত্যুর চেয়ে উত্তম তার জন্য কোন কিছু নেই।’ তিনি আরও বলতেন, ‘আমি মারা গেলে কাউকে অবগত করো না; আমাকে নিয়ে চলো আমার রবের কাছে।’<sup>২৬</sup>

নিজেই তিনি সর্বদা মৃত্যুর সফরের জন্য প্রস্তুত রাখতেন। মৃত্যুর স্মরণ যেন কখনই স্মৃতিপট থেকে বিস্মৃত না হয়ে যায়, এজন্য তিনি অভিনব এক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ঘরের অভ্যন্তরে তিনি একটি কবর খনন করেছিলেন। মৃত্যুকে স্মরণ করতে প্রতিদিন তিনি সেখানেই ঘুমাতে। তিনি বলতেন, ‘মৃত্যুর স্মরণ যদি এক মুহূর্তের জন্যও আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে যায়, তাহলে অন্তরের সর্বনাশ হয়ে যাবে।’<sup>২৭</sup>

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি’ রহ.-কে যদি জিজ্ঞেস করা হতো, ‘আজকের সকাল কেমন কাটল?’ তিনি উত্তর দিতেন, ‘এমন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়, প্রতিদিন যে আখিরাতের পথে এক-একটি ঘাঁটি পাড়ি দিচ্ছে?’<sup>২৮</sup>

তিনি এবং ‘তারার’ এভাবেই মৃত্যুকে স্মরণ করতেন এবং এভাবেই এই চিরসত্যকে উপলব্ধি করতেন যে, প্রতিদিন বরং প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু ধীরে

<sup>২৫</sup> প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।

<sup>২৬</sup> আহমাদ বিন হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা : ২৭৪ ও আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদীন, ৪/৪৫১।

<sup>২৭</sup> ইবনে আবিদ দুইয়া, আল আ’যলাতু ওয়াল ইনফিরাদ, পৃষ্ঠা : ৫৮ ও আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদীন, ৪/৪৫১।

<sup>২৮</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া, ২/৩৪৮ ও আবু হামিদ গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদীন, ২/২৩০।



ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে। এরূপ হয় যাদের বোধ ও উপলব্ধি, বলুন, কেমন হওয়ার কথা তাদের জীবন? নিশ্চয়ই বলবেন, নেক আমল আর শরীয়তের আনুগত্যের প্রচেষ্টায়ই কাটে তাদের জীবন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও উল্লেখ করা যেতে পারে খোলাফায়ে রাশেদীনের মহান সদস্য খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয রহ.-এর কথা। তিনি প্রতি রাতে বিশিষ্ট ফকীহগণকে সমবেত করতেন আর সকলে মিলে আলোচনা করতেন মৃত্যুর কথা, কিয়ামতের কথা এবং পরকালের কথা। এরপর সকলে এমনভাবে কাঁদতেন, যেন তাদের সামনে কোন লাশ রাখা আছে।<sup>১৯</sup>

কোন মানুষ যদি জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী হয়, মৃত্যুর চিন্তা ও মৃত্যুর আগমনের চিন্তা জাগরুক থাকে তার সত্তাজুড়ে, তাহলে প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনা তার অন্তরে সৃষ্টি করে প্রকম্পন। হযরত আ'মাশ রহ. বলতেন, 'আমরা জানাযায় উপস্থিত হতাম; কিন্তু বুঝতাম না, কাকে সাত্তনা দেব। কেননা, বেদনা ও দুঃখ উপস্থিত সকলকেই ভারাক্রান্ত করে রাখত।'<sup>২০</sup>

হযরত ছাবিত বুনানী রহ. বলতেন, 'আমরা জানাযায় উপস্থিত হলে সবাইকেই দেখতাম মুখ ঢেকে ক্রন্দন করতে।'<sup>২১</sup>

এ কারণেই প্রত্যেক যুগের বুয়ুর্গগণ মুসলমানদেরকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিতেন। আব্বাস বিন হামযা রহ. বলেন, একদিন আমি যুননুন মিসরীর দরবারে উপস্থিত হলাম। তার সামনে তখন তার মুরীদগণও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাদের বলছিলেন, 'ঘুমাতে গেলে মৃত্যুকে বালিশ বানাতে। জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুকে মূল চিন্তার বিষয় বানাতে। এমন হয়ে যাও, যেন দুনিয়ার কোন প্রয়োজন নেই; তোমাদের একমাত্র প্রয়োজন আখিরাত।'<sup>২২</sup>

<sup>১৯</sup> আবু হামিদ গায়ালী, ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন, ৪/৪৫১।

<sup>২০</sup> প্রাগুক্ত, ২/২১০, ৪/৪৮৪।

<sup>২১</sup> প্রাগুক্ত, ৪/৪৮৪।

<sup>২২</sup> বাইহাকী, আযযুহদুল কাবীর, পৃষ্ঠা : ২৬১।

রবি' বিন খাইছাম রহ. বলতেন, 'মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যার স্বাদ তোমরা ইতঃপূর্বে আশ্বাদন করনি।'<sup>২৩</sup>

আ'ওন বিন আবদুল্লাহ রহ. বলতেন, 'আজকের দিনকে স্বাগত জানিয়েছে, এমন কত মানুষ আজকের দিনটি পূর্ণ করতে পারবে না! আগামীকালের প্রতীক্ষারত কত মানুষ আগামীকালের নাগাল পাবে না! তোমরা যদি মৃত্যুকাল ও মৃত্যুর আগমনপথে তাকিয়ে থাকতে, তাহলে আশা ও প্রত্যাশার প্রবঞ্চনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে।'<sup>২৪</sup>

হযরত আবু আবদু রাব্বিহী একদিন মাকহুল রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তুমি কি জান্নাত পছন্দ কর?' মাকহুল রহ. উত্তর দিলেন, 'জান্নাত কে পছন্দ না করে?!' 'তাহলে মৃত্যুকে ভালোবাসতে শেখ।' আবু আবদি রাব্বিহীর উত্তর। 'কেননা, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তুমি কিছুতেই জান্নাতের সাক্ষাৎ পাবে না।'<sup>২৫</sup>

মৃত্যুকে স্মরণ করার উপকারিতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কেও আকাবির বুয়ুর্গগণ আমাদেরকে অবগত করেছেন। রাজা বিন হাইওয়া রহ. বলেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে, সে হিংসা ও আনন্দ ছেড়ে দেয়।'<sup>২৬</sup>

বিশর বিন হারিস রহ. বলেন, 'মৃত্যুকে স্মরণ করলে তোমার অন্তর থেকে পার্থিব আনন্দ ও প্রবৃত্তির বাসনা দূর হয়ে যাবে।'<sup>২৭</sup>

ইবরাহীম তাইমী রহ. বলেন, 'দু'টি বস্তু আমার অন্তর থেকে দুনিয়ার স্বাদ দূর করে দিয়েছে—মৃত্যুর স্মরণ ও আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার চিন্তা।'<sup>২৮</sup>

<sup>২৩</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া, ২/১১২ ও ইবনে আবি শাইবা, আলমুসান্নাফ, ৭/২২৮।

<sup>২৪</sup> বাইহাকী, আযযুহদুল কাবীর, পৃষ্ঠা : ২২৭।

<sup>২৫</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া, ৫/১৭৭।

<sup>২৬</sup> আবদুল আযীয সালমান, মাওয়ারিদুয যমআন লি দুর্কসিয় যামান, ৩/২১৬।

<sup>২৭</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া, ৮/৩৪৭।

কাব আলআহবার রহ. বলেন, ‘মৃত্যুর পরিচয় যে উপলব্ধি করে, পার্থিব জীবনের বিপদ-আপদ ও চিন্তা-দুশ্চিন্তা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।’<sup>২৬</sup>

সাহাবায়ে কেলাম রাযি. মৃত্যুকে স্মরণ করার মাধ্যমে নেক আমলে উদাসীনতা ও শিথিলতার ক্ষতিপূরণে সচেষ্ট হতেন। হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. একদিন চলার পথে একটি কবরস্থান দেখে সাওয়ারী থেকে নেমে গেলেন এবং দু’ রাকাত নামায আদায় করলেন। সফরসঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি তো ইতঃপূর্বে কখনো এরূপ করেননি। এরূপ করার কারণ কী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কবরবাসীকে স্মরণ করে এবং তাদের ও আল্লাহর মাঝে যা অন্তরায় হয়ে আছে, তার স্মরণ করে দু’ রাকাত নামাযের মাধ্যমে আমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি।’<sup>২৭</sup>

সালফে সালাহীন ও পূর্বসূরিগণ মৃত্যুচিন্তা ও মৃত্যুভীতিকে সৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে গণ্য করেননি। তাদের দৃষ্টিতে মৃত্যুচিন্তা ছিল নেক আমল ও ইলমে দীন অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়; বরং উদ্বুদ্ধকারী। মৃত্যুচিন্তায় তারা অধিক পরিমাণে নেক আমল সম্পাদনে সচেষ্ট হতেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, মৃত্যুকে বরণ করে নেব পূর্ণ প্রস্তুত চিন্তে। মাআ’ফী বিন যাকারিয়া রহ. জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবীসূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত রাবী আবু জাফর তাবারী রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তার কাছে উপস্থিত ছিল। এর ঘটনাক্রমে পর বা তারও পূর্বে তাবারী রহ. ইন্তেকাল করেন। উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি তাবারী রহ.-কে শোনাল যে, জাফর বিন মুহাম্মাদ বলেছেন, হারাম শরীফে পৌঁছে বাইতুল্লাহর দেয়ালে হাত রেখে প্রথমে মহান আল্লাহ তাআলাকে নিম্নোক্ত শব্দে সম্বোধন করে তারপর যা ইচ্ছা দোয়া করবে—

يَا سَابِقَ الْفُوتِ! وَسَامِعَ الصَّوْتِ! وَيَا كَاسِيَةَ الْعِظَامِ لَحْمًا بَعْدَ الْمَوْتِ!

<sup>২৬</sup> আবু হামিদ গায়ালী, ইহইয়াউ উলুম্দিীন, ৪/৪৫১।

<sup>২৭</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাক্বাতুল আসফিয়া, ৬/৪৪

ও আবু হামিদ গায়ালী, ইহইয়াউ উলুম্দিীন, ৪/৪৫১।

<sup>৩০</sup> আবু হামিদ গায়ালী, ইহইয়াউ উলুম্দিীন, ৪/৪৮৬।

মৃত্যুকে অতিক্রমকারী, সকল ধ্বনি শ্রবণকারী, মৃত্যুর পর অস্থি-মজ্জাকে পুনরায় গোশতের আবরণ দানকারী হে মহান সত্তা!

এ কথা শুনে তাবারী রহ. তার খাদেমকে দোয়াত-কাগজ আনতে বললেন এবং রেওয়ায়েতটি লিখে নিলেন। উপস্থিত কেউ প্রশ্ন করল, ‘এই মুমূর্ষু অবস্থায়ও লিখছেন?!’ তাবারী রহ. উত্তর দিলেন, ‘মানুষের কর্তব্য মৃত্যু পর্যন্ত কখনই ইলমের তৃষ্ণা ও অনুসন্ধান পরিত্যাগ না করা।’<sup>৩১</sup>

(বসরা মসজিদের ইমাম) ফারক্বাদ রহ. হতে বর্ণিত, লোকজন সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর মৃত্যুশয্যায় তার কাছে উপস্থিত হলো। এ সময় উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি তাকে একটি হাদীস রেওয়ায়েত করে শোনালে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হাত দ্বারা বিছানায় আঘাত করলেন। এরপর একটি ফলকে হাদীসটি লিখে নিলেন। লোকজন অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, ‘এ অবস্থায়ও ইলমের তলব?!’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘এটি একটি উত্তম বর্ণনা। যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে একটি উত্তম রেওয়ায়েত শ্রবণ করলাম আর যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে একটি উত্তম রেওয়ায়েত লিপিবদ্ধ করলাম।’<sup>৩২</sup>

কাযী ইবরাহীম বিন জাররাহ আলকুফী রহ. আপন উসতায় ইমাম কাযী আবু ইউসুফ রহ.-এর মৃত্যুকালীন বিস্ময়কর অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু ইউসুফ অসুস্থ হলে আমি তার শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে গমন করলাম। আমি গিয়ে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলাম। জ্ঞান ফেরার পর আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, ‘ইবরাহীম! এই মাসআলায় তোমার কী মত?’ আমি অবাক হয়ে উত্তর দিলাম, ‘হযরত! এই অবস্থায়ও ইলমী আলোচনা?!’ তিনি বললেন, ‘কোন সমস্যা নেই; আমরা আলোচনা করি। হয়তো এতে কোন সমস্যাত্রস্ত ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে।’ এরপর তিনি বললেন, ‘ইবরাহীম! হজকর্ম সম্পাদনকালে পাথর নিষ্ক্ষেপের ক্ষেত্রে কে উত্তম? আরোহী অবস্থায় নিষ্ক্ষেপকারী, না-কি পায়ে হেঁটে নিষ্ক্ষেপকারী?’ আমি উত্তর দিলাম, ‘সাওয়ারী ব্যক্তি।’ তিনি বললেন, ‘ভুল বললে।’ আমি পুনরায় উত্তম দিলাম, ‘তাহলে হেঁটে হেঁটে নিষ্ক্ষেপকারী।’ এবারও তিনি

<sup>৩১</sup> ইবনে আসাকির, তারিখু দিমাশুক, ৫২/১৯৯।

<sup>৩২</sup> আবু নুআইম আসবাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/৬৪।

বললেন, ‘ভুল বললে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তাহলে আপনার মতামত কী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘যে ব্যক্তি সেখানে দোয়ার জন্য দাঁড়াবে, তার জন্য উত্তম হলো হেঁটে হেঁটে নিষ্ক্ষেপ করা আর যে ব্যক্তি দোয়ার জন্য দাঁড়াবে না, তার জন্য উত্তম হলো সাওয়ারী অবস্থায় পাথর নিষ্ক্ষেপ করা।’ ইবরাহীম বলেন, ‘এরপর আমি তার কাছ থেকে উঠে চলে এলাম। তখনও বাড়ির দরজায় পৌঁছিনি, এরই মধ্যে পেছন থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। অর্থাৎ মহান ইমাম মৃত্যুবরণ করেছেন!’<sup>৩৩</sup>

ফকীহ আবুল হাসান আলী বিন ঈসা রহ. বর্ণনা করেন, আবু রাইহান আল বিরুনী রহ. যখন জীবনের শেষ সময়ে উপনীত, তখন আমি তার কাছে উপস্থিত হলাম। ইতোমধ্যে তার মৃত্যুযন্ত্রণা ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে তিনি মারা যাবেন। মৃত্যুপূর্ব এই চরম মুহূর্তে আলবিরুনী আমাকে বললেন, ‘তুমি একদিন আমাকে নানীর মাসআলা কীরূপ যেন বলেছিলেন?’

আল্লাহ আকবার! মৃত্যুযন্ত্রণার চরম কঠিন ও কষ্টকর মুহূর্তে (জটিলতম) মিরাস অধ্যায়ের মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন!

ফকীহ আবুল হাসান বলেন, তার অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি বললাম, ‘এই অবস্থায়?’

তিনি উত্তর দিলেন, ‘আরে! এই মাসআলা না জেনে দুনিয়াত্যাগের চেয়ে মাসআলাটি জেনে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া কি আমার জন্য উত্তম নয়?’<sup>৩৪</sup>

মৃত্যুর পূর্বে তিনি মাসআলাটি শিখে নিতে চাচ্ছেন। পার্থিব কোন স্বার্থ নেই, কেবল ইলম অর্জনের জন্য। কারণ, তিনি জানতেন ইলম ও আহলে ইলমের অত্যাচ ও সম্মুন্নত মর্যাদার কথা।

<sup>৩৩</sup> ইবনে মুআযযাম শাহ কাশ্মীরি, *আলআরফুশ শাফী*, ২/৩৫৮।

<sup>৩৪</sup> সাফাদী, *আলওয়াফী বিল ওয়াফাইয়াত*, ১/১০৭০।

আলবিরুনীর অনুরোধে ফকীহ আবুল হাসান পুনরায় মাসআলাটি আলোচনা করলেন এবং আলবিরুনীকে মাসআলাটি শিখিয়ে ও মুখস্থ করিয়ে দিলেন।

আবুল হাসান বলেন, ‘এরপর আমি সেখান থেকে উঠে এলাম। পথেই আমি তার মৃত্যুশোকে ক্রন্দনরত ব্যক্তিদের আওয়াজ শুনতে পেলাম।’<sup>৩৫</sup>

আল্লাহ আকবার! দ্বীনী একটি মাসআলা শেখার ক্ষণকাল পরই মৃত্যুবরণ করলেন আলবিরুনী! তার এবং তার মতো মনীষীদের কাছে মৃত্যু ছিল জীবন ও নেক আমলের নাম। মৃত্যুর মুহূর্তকেও তারা কাজে লাগাতেন আগামীর জন্য, পরকালের জন্য।

<sup>৩৫</sup> ইয়াকুত আলহামাবী, *মু’জামুল উদাবা*, ১৭/১৮১-১৮২।

## জীবনের শেষ রমযান

### নববী শিক্ষার দাবি

প্রিয় পাঠক! আশা করি, উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়েছে যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান—এটি নিছক দর্শনসূত্রের ধারণানির্ভর বিষয় নয়; বরং সম্পূর্ণই বাস্তব ও অতি সম্ভব বিষয়। আর এই অনুভূতি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া নববী শিক্ষারও দাবি। আমাদের বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাও এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন ও সুদৃঢ় করে। আমাদের প্রিয়জন-পরিচিতজনদের অনেকেই গত রমযানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, একসঙ্গে সাহরী-ইফতার করেছেন, তারা বীহ আদায় করেছেন; কিন্তু আজ তারা নির্জন কবরবাসী! তারা কেউ কি ভেবেছিলেন, আগামী রমযানের ‘হিলাল’ আমার জীবনে আসবে না? মৃত্যু তো এমন হঠাৎ করেই আগমন করে। আর মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদনের পর কেউই পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসতে পারে না। পবিত্র কোরআনের ভাষায়—

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

পরিশেষে যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন; যাতে আমি যা (অর্থাৎ যে দুনিয়া) ছেড়ে এসেছি, সেখানে গিয়ে সৎ কাজ করতে পারি। কখনো না। এটা একটা কথার কথা, যা সে মুখে বলছে মাত্র। তাদের (অর্থাৎ মৃতদের) সামনে রয়েছে ‘বরযখ’, যা তাদেরকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

[সূরা মুমিনুন : ৯৯-১০০]

সুতরাং মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন অসম্ভব ও অসাধ্য একটি বিষয়। অবশ্য মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের কামনা করে; গোনাহগার হলে তাওবা করতে আর নেককার হলে আমলনামাকে সমৃদ্ধ করতে!

আচ্ছা, আগামী রমযান শেষে আমি ও আমরা যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে কী হবে?! আমরাও নিশ্চয়ই তখন কামনা করব পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে নতুন করে রমযানের রোযা আদায় করতে। আমরা চাইব এমন করে মাহে রমযান কাটাতে, যা আমাদের আরও বেশি কাজে আসবে কবরে এবং আখিরাতে। তাহলে আসুন, কিছুক্ষণের জন্য মনে করি যে,

আমরা মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসেছি, শেষবারের মতো সুযোগ পেয়েছি জীবনের এই শেষ রমযানটিতে ‘জীবন’কে সুন্দর করে সাজাতে; সুদীর্ঘ অতীত জীবনে যা ছুটে গেছে, তার প্রতিকার বিধান করতে; নেক আমলের দফতর সমৃদ্ধ করতে এবং মহা পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সঙ্গে সুন্দরতম সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিতে।

আশা করা যায়, এই অনুভূতিকে ধারণ করতে পারলে আমাদের এই মোবারক মাসের প্রস্তুতি ও আমল সার্থক হবে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে, এ ধরনের চিন্তা লালন করা তো অশুভ ভাবনা, যা দুঃখবাদ ও নেতিবাচক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত! না, এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি হলো নেক আমলে সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি। একই সঙ্গে তা ত্যাগ ও কোরবানী, অর্জন ও জীবনকে নতুন করে আবিষ্কারের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী অনন্য এক চিন্তাধারা। মুসলিম জাতির সামরিক ইতিহাস পাঠ করে দেখুন। মৃত্যুর প্রতীক্ষা ও মহান আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি—এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাকে লালন করার কারণেই মুসলিম অভিযাত্রীগণ অনেক সামরিক অভিযানে জয়লাভ করেছেন, পৃথিবী তাদের পদানত হয়েছে।

কী চমৎকার উক্তি আল্লাহর কোষমুক্ত তরবারী মহান সাহাবী খালিদ সাইফুল্লাহ রাযি.-এর! পারস্য সেনাপতি হুরমুযের সামনে মুসলিম বাহিনীর পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.

বলেছিলেন—‘আমি এমন কিছু সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, মৃত্যুকে তারা তেমন ভালোবাসে, যেমন ভালোবাস তোমরা জীবনকে।’<sup>৩৬</sup>

মৃত্যুকে ভালোবাসা এই মহান কাফেলাই বাস্তবায়ন করেছিল গৌরবের দাস্তান! অর্জন করেছিল মর্যাদাকর অবস্থান! তাদের কতক তো লাভ করেছিলেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার গৌরব আর অধিকাংশই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন পৃথিবীর অধিকারী হয়ে, পৃথিবীকে পদানত করে। কিন্তু পৃথিবী কখনই তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। কীভাবে করবে, তারা যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মৃত্যু তাদের দুয়ারে কড়া নাড়বে আজ কিংবা আগামীকাল!

---

<sup>৩৬</sup> ইবনুল জাওয়ী, আলমুনতায়াম ফিত তারীখ, ৪/১০১, তাবারী, তারীখুর রুসূল ওয়াল মুলুক, ২/৫৫৪।

## জীবনের শেষ রমযানে

### আমার নামায

এতক্ষণে আমি যদি আস্থার সঙ্গে এ চিন্তায় বিশ্বাসী হই যে, আগামী রমযানই আমার যিন্দেগীর সফরের আখেরী রমযান, তাহলে এই রমযানে আমার নামায কেমন হবে? আমার নামায হবে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলিতে সমৃদ্ধ—

#### ১. প্রতিটি ফরয নামায আদায় করব মসজিদে জামাতের সঙ্গে

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

জামাতে আদায়কৃত নামাযের মর্যাদা একাকী আদায়কৃত নামাযের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি।<sup>৩৭</sup>

সুতরাং এ অত্যুচ্চ ফজিলত লাভ করতে চাইলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে আদায় করার প্রবল আগ্রহ থাকতে হবে। বিষয়টি কেবল অধিক ফজিলতলাভেই সীমাবদ্ধ নয়। মসজিদের জামাত পরিত্যাগকারী সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোর সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবু হোরাযরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطْبٍ، فَيُحْطَبُ، ثُمَّ أَمُرُ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرُ رَجُلًا فَيَوْمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَالٍ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ...»

<sup>৩৭</sup> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫০।

যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! আমার ইচ্ছা হয় জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই, তারপর নামায কায়েমের নির্দেশ দিই। এরপর আযান হলে এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়ে আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা জামাতে শরীক হয়নি) ঘর জ্বালিয়ে দিই।<sup>৩৮</sup>

এই কঠিন সতর্কবাণীর দাবি হলো প্রতিটি মুসলিম পুরুষ জামাতে নামায আদায়ের প্রতি যত্নবান হবে এবং জামাত লাভের উদ্দেশ্যে আউয়াল ওয়াক্তেই মসজিদে উপস্থিত হবে। শুধু তাই নয়; বরং প্রত্যেক নামায নিয়মিত প্রথম কাতারে আদায়ে সচেষ্টিত হবে। হযরত আবু হোরাযরা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِمْ لَأَسْتَهْمُوا...»

আযান ও প্রথম কাতারে কী (ফজিলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, আর লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ ব্যতীত যদি এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই তারা লটারির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিত।<sup>৩৯</sup>

#### ২. নামায আদায় করব বিনশ্র-প্রকম্পিত চিন্তে, খুশু-খুযু সহকারে

আমি যদি বিশ্বাস করে থাকি যে, আগামী রমযানই আমার জীবনের শেষ রমযান, তাহলে আমি কখনো আমার ওপর আরোপিত মহান আল্লাহ তাআলার কোন ফরযের ব্যাপারে সামান্য অবহেলা করব না। আমার চেষ্টা থাকবে প্রতিটি ফরযকে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায়ের। নামাযের মধ্যে আমার মন এদিক-সেদিক বিক্ষিপ্ত বিচরণ করবে না। আমি নামায আদায়

<sup>৩৮</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫১।

<sup>৩৯</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩৭।

করব খুশু-খুযু সহকারে, মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিনীত-সমাহিত হয়ে। কাকের মতো ঠোঁকর মেরে আমি নামায আদায় করব না, নামায আদায় করব ধীরে ধীরে, দীর্ঘ কেরাত, দীর্ঘ রুকু-সিজদা সহকারে। আমি কেবল নামায আদায় করব না, নামাযকে উপভোগ করব, নামাযে প্রশান্তি খুঁজে নেব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

আর নামাযে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।<sup>৪০</sup>

নামাযে প্রকৃত খুশু-খুযু অর্জনের অতি উত্তম ও চমৎকার একটি পদ্ধতি হলো অন্তরে আল্লাহপ্রেমের বীজ রোপণ করা। কেননা, মানুষের স্বভাব-দাবি হলো সে যাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে, তার সাক্ষাতে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে। অস্থির হৃদয়ে সে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের পথ ও সুযোগ খুঁজতে থাকে। সাক্ষাতের সময় ঘনিয়ে এলে সে বারবার অস্থির চিত্তে ঘড়ির দিকে তাকায় আর ভাবতে থাকে, কী হলো আজ হতচ্ছাড়া ঘড়ির কাঁটার, নড়ছেই না যে ...! এরপর যখন সেই কাজিক্ত মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, শেষ হয় প্রতীক্ষার সবগুলো ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ও সেকেন্ডের ভগ্নাংশ; প্রিয়তমের সাক্ষাতে সে অগ্রসর হয় দেহ-মনে অপূর্ব রোমাঞ্চ ও শিহরণ ধারণ করে। সাক্ষাৎ-পর্ব যতই দীর্ঘ হোক, মনে-প্রাণে সে কামনা করে, এ সাক্ষাৎ যেন শেষ না হয়! একটু পূর্বেও যে ভাবছিল, ঘড়ির কাঁটাটা নড়ছে না কেন, এখন সে-ই ভাবতে থাকে, আহ! সময়ের প্রবাহ যদি থেমে যেত! সাক্ষাৎ শেষে সে ভাবতে থাকে, আবার কবে আসবে পরবর্তী সাক্ষাতের প্রতিশ্রুত দিন? হায়! আর কত দিন?!

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের এই আমাদের স্বভাবধর্ম।

আর নামাযের সময় হলে ...?!

আমাদের মাঝে কি জেগে ওঠে এই অনুভব, এই অনুভূতি? এই অস্থিরতা ও এই শিহরণ?

উত্তর যদি হয়, 'হ্যাঁ', তাহলে শোকর আল্লাহর! আমি ভালোবাসি আমার রবকে, আমার আল্লাহকে।

আর উত্তর দিতে যদি দ্বিধা জাগে মনে, খুঁজতে থাকি অজুহাত-টালবাহানা, তাহলে তো আমি আমার রবকে প্রকৃত অর্থে ভালোবাসি না। হায় আফসোস! কী হবে আমার?!

এ তো ভয়াবহ দুর্যোগের কথা! এ যে মহা বিপর্যয়ের পদধ্বনি! কী সে বিপদ?!

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ  
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ  
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বলুন, তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তার রাসূল এবং তার পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের খান্দান, তোমাদের সেই সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং বসবাসের সেই ঘর, যা তোমরা পছন্দ কর, তবে অপেক্ষা কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ ফায়সালা প্রকাশ করেন। আল্লাহ অবাধ্য লোকদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছান না। [সূরা তাওবা : ২৪]

বলুন, আমি ও আমরা কি আমাদের পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, জীবনসঙ্গী ও আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতের চেয়ে নামাযে অধিক আনন্দ অনুভব করি?

দীর্ঘ সফর শেষে ফিরে আসার পর প্রিয়জনদের সাক্ষাৎলাভের জন্য যেমন অস্থিরতা ও চঞ্চলতা অনুভব করি, তেমন অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কি অনুভব করি আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের জন্যও?

<sup>৪০</sup> সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৩৯৪০ ও মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪০৩৭।

প্রচুর অর্থ-সম্পদ যদি আমার সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করে, তখন যেমন আনন্দ অনুভব করি, তেমন আনন্দ কি অনুভব করি নামাযের পরও?

বাজারমন্দার কারণে ব্যবসায় সমূহ ক্ষতির আশঙ্কায় যেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই, তেমন আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কি হই নামায কবুল না হওয়ার?

শেষ রাতের নির্জন প্রহরে দু' রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করতে পেরে কি তেমন রোমাঞ্চিত হই, যেমন রোমাঞ্চিত হই বহুদিনের প্রস্তুতি ও পরিশ্রমের পর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নের মনোরম-চমৎকার বাড়িটি নির্মাণ করতে পেরে? কোরআন যেমন বলেছে—‘পছন্দের বাড়ি’!

আমি আল্লাহকে ভালোবাসি কি-না, আমার আল্লাহপ্রেমের পরিমাণ কতটুকু, তা পরিমাপ করার জন্য এ মাপকাঠিই আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহপ্রেম নির্ণয়ের এই মাপকাঠি সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়; মিথ্যা দাবির বা প্রতারণার কোন অবকাশ এখানে নেই। সুযোগ নেই মিথ্যা প্রেমের দাবি করার, অবকাশ নেই বাস্তব জীবনে এ দাবিবিরোধী কাজ করে, এ দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেও সারা জীবন এই কল্পনার ফানুস ওড়ানোর যে, আমি তো আল্লাহকে অনেক ভালোবাসি! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا يَدْخُلِ  
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾

মরুভূমির বাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। তাদেরকে বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি। তবে এই বল যে, আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি।

[সূরা হুজুরাত : ১৪]

অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবি তো অনেকেই করে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী, প্রেমে বিভোর, আনুগত্যের পরাকাষ্ঠায় উন্নীত এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামী তো স্বল্প, অতি অল্প!

সুতরাং প্রিয় পাঠক! এখানে একটু খামি, কিছুক্ষণ পাঠ স্থগিত রাখি। একটু ভাবি, বিবেকের দুয়ার উন্মুক্ত করে কতক্ষণ চিন্তা করি।

এবার পূর্ণ আস্থার সঙ্গে উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই, একেবারে স্বচ্ছ-সুস্পষ্ট ভাষায়।

আবারও বলছি, বর্ণিত মানদণ্ডে যদি আমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকি, তাহলে শোকর আল্লাহর।

আর যদি তা না হয়, তাহলে সাবধান, যা করার দ্রুতই করতে হবে!

দ্রুত হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে আল্লাহপ্রেম।

সেদিন আসার পূর্বেই ...!

যেদিন ...

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

যেদিন কোন অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না।

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ অন্তর নিয়ে।

[সূরা শুআ'রা : ৮৮-৮৯]

ভুলে যাবেন না, এটি সাধারণ কোন বিষয় নয়, ঈমানের প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহপ্রেমের উপর কোন প্রেমকে অগ্রাধিকার দেয়, তার ঈমান তো অসম্পূর্ণ! সে তো দাঁড়িয়ে আছে পতনোন্মুখ গহ্বর কিনারে। সে কিছুতেই পাবে না ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ  
إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي  
الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ»

তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়- ১. আল্লাহ ও তার রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর তুলনায় প্রিয় হয়। ২. কাউকে ভালোবাসলে নিখাদ আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে। ৩.